ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহনের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্ভাবনের আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	উদ্ভাবন আইডিয়া কোন পর্যায়ে আছে(নতুন আইডিয়া / পাইলটিং/ রেপ্লিকেটিং/ রেপ্লিকেটে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	“অন-লাইন কুইজ আয়োজন”	করোনা মহামারীর কারণে পুরো বিশ্ব হয়ে পড়েছে গৃহবন্দী। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এর প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও। বিগত ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রি. হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। করোনাকালীন এই বিশেষ ছুটিতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে সম্পৃক্ত করার জন্য অন-লাইন কুইজ আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে ও শিশু-কিশোরদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কুইজ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। অন-লাইনের মাধ্যমে এই কুইজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই আয়োজনে অংশগ্রহন করতে পারবে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহন করবে। দেশের যেকোন স্থানের শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহন করতে পারবে। বঙ্গবন্ধুকে জানো বাংলাদেশকে জানো, মুক্তিযুদ্ধ, আন্তর্জাতিক ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির একজন কর্মকর্তা কুইজ মাস্টারের দায়িত্ব পালন করবেন। দুই রাউন্ডে কুইজ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম রাউন্ডে কুইজ মাস্টার শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে শিক্ষার্থী শিশুরা একে অন্যকে প্রশ্ন করবে। এভাবে কুইজ অনুষ্ঠান চলবে। প্রতি সপ্তাহে প্রস্তুতকৃত সিডিউল অনুযায়ী কুইজ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। কুইজ শেষে সকল অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীদেরকে ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।	বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারনে শিক্ষার্থীরা এখন গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের স্কুল বন্ধ থাকার কারনে তারা একঘেয়ে জীবন যাপন করছে। তাদের একঘেয়েমি দূর করার পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তীয় চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এই অনলাইন কুইজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।	প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের আইসিটি শাখায় প্রেরণের জন্য উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ প্রনয়ন করা হয়েছে।	• শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারে উৎসাহিত হবে। • শিক্ষার্থীরা নিজের দেশ, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে জানবে। • শিক্ষার্থীরা দৃঢ় প্রত্যয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হবে। • শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে এই আয়োজন থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগাতে পারবে। • জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীরা ভূমিকা রাখতে পারবে। • দূরবর্তী শিক্ষণ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। • সুনাগরিক হিসেবে দক্ষতা অর্জন করবে।	রেজিনা আক্তার গ্রন্থাগারিক ফোন: ০১৭১৫২৬৭৩৮৩	নতুন আইডিয়া

এ এস এম নাজমুল হক
সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম

মো. মনির হোসেন
সভাপতি ও ইনোভেশন অফিসার

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহনের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	প্রত্যাশিত ফলাফল	উদ্ভাবনের আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর	উদ্ভাবন আইডিয়া কোন পর্যায়ে আছে(নতুন আইডিয়া / পাইলটিং/ রেপ্লিকেটিং/ রেপ্লিকেটে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২।	বাংলাদেশ শিশু একাডেমি	"ভার্চুয়াল চিল্ড্রেন ক্লাব"	করোনা মহামারীর কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বদলে গেছে, বদলে গেছে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ধরনও। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন লিমিটেড (বিটিসিএল)- এর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, করোনা সংক্রমণ পরবর্তিতে ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়ে গেছে ৩০% (সময় ও ব্যবহারের দিক থেকে)। প্রয়োজনের তাগিদেই শিশু-কিশোরদের ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে, তারা দিনের নিদিষ্ট একটা সময়ে অনলাইনে ক্লাস করছে। বাকী সময়টা তারা মা-বাবা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের স্মার্টফোনসহ অন্যান্য ডিভাইসের মাধ্যমে খুব সহজেই ইন্টারনেটে প্রবেশ করছে। ইন্টারনেট বা অনলাইনের এই বিস্তৃত ভুবনে শিক্ষার্থীদের বিচরনকে ইতিবাচক ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ভার্চুয়াল চিল্ড্রেন ক্লাব গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে। দেশের যেকোন স্থানের ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরা অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে এই ক্লাবের সদস্য হতে পারবে। সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদেরকে তাদের সন্তানদের ক্লাব কর্মকান্ডের বিষয়ে অবহিত করা হবে। অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাবের সদস্যগণ প্রতিমাসে দুইটি করে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশগ্রহন করবে। সদস্যগণ তাদের প্রিয় লেখক, বিষয়, জীবনী সম্পর্কিত বই, শিশুতোষ চলচ্চিত্র, সমসাময়িক যে কোন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবে। এছাড়াও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসসমূহ যেমন: স্মার্টফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ, পিসি, ভিডিও ব্লগিং ইত্যাদি কিভাবে শিক্ষাজীবন ও দৈনন্দিন জীবনের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে এবং নিজেদের জীবনের ছোট বড় সমস্যা ও সমাধান নিয়েও আলোচনা করবে।	বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারনে শিক্ষার্থীরা এখন গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের স্কুল বন্ধ থাকার কারনে তারা একঘেয়ে জীবন যাপন করছে। তাদের একঘেয়েমি দূর করে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার পাশাপাশি ক্লাব চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য এই ক্লাব গঠনের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।	প্রশাসনিক মন্ত্রনালয়ের আইসিটি শাখায় প্রেরণের জন্য উদ্ভাবনী উদ্দ্যোগ প্রনয়ন করা হয়েছে।	● শিক্ষার্থীরা সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান করার দক্ষতা অর্জন করবে। ● যোগাযোগের দক্ষতা বাড়বে। ● ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইসসমূহ জীবনের প্রয়োজনে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে শিখবে। ● নিজেদের মধ্যে ঐক্য গঠন ও সমষ্টিগতভাবে চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। ● নিয়মিত পড়াশুনার পাশাপাশি আলেচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানার্জন করতে পারবে। ● একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজিদের গড়ে তুলতে পারবে। ● সুনাগরিক হিসেবে দক্ষতা অর্জন করবে।	রেজিনা আক্তার গ্রন্থাগারিক ফোন: ০১৭১৫২৬৭৩৮৩	নতুন আইডিয়া

এ এস এম নাজমুল হক
সদস্য সচিব, ইনোভেশন টিম

মো. মনির হোসেন
সভাপতি ও ইনোভেশন অফিসার